



85191 - যবে ব্যক্তি এমন কোন গুদামে চাকুরী করনে যখনে কোন কোন সময় তাকে শূকররে গাশত ট্রাক বোঝাই করতে হয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন মুসলিম যুবক। পাশ্চাত্যরে একটি দেশে মার্কেটে ও দোকানে খাদ্য সরবরাহকারী কোম্পানির গুদামে চাকুরি করি। আমাদের কাজ হলো- খাদ্যদ্রব্য একত্রিত করে মার্কেটে নেয়ার জন্য ট্রাকে বোঝাই করা। আমরা যসেব খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করি এর মধ্যে থাকে বিভিন্ন শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ ও মাংস...। অনকে সময় এমন গ্রাহক আসে যে শূকর অথবা শূকরজাত কোনও দ্রব্য চয়ে বসে। তখন আমরা এগুলো একত্রিত করতে ও ট্রাকে উঠাতে বাধ্য হই। আমার প্রশ্ন হল: শরিয়তরে দৃষ্টিতে এ চাকুরী করার বধিান কি? উল্লেখ্য, আর যে চাকুরীগুলোর সুযোগ পাওয়া যায় সেগুলো রস্টুরেন্ট ও ক্যাফেতে। সেখানেও শূকররে গাশত পরবিশেন করতে হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

শূকররে গাশত বিক্রি করা, অর্থাৎ বনিমিয়ে বহন করা অথবা এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার সহযোগিতা করা হারাম। দলিল হচ্ছে-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তি বিক্রি করা হারাম করছেন।” [সহি বুখারী (২০৮২) ও সহি মুসলিম (২৯৬০)] আল্লাহর বাণী: “তোমরাসৎকর্মে ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা কর। পাপাচার ও সীমালংঘনে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।” [সূরা আল-মায়দা, আয়াত: ২]

অনুরূপভাবে যে কোন বিষয়ে ‘হারাম হওয়া’ সাব্যস্ত হলে সে বিষয়ে সহযোগিতা করাও হারাম। যমেন- কোন রস্টুরেন্টে মদ, মৃতজন্তু, বন্য গাধার গাশত ইত্যাদি পরবিশেন করার কাজ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকররে গাশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবহে করা হয়েছে; শ্বাসরোধ হয়ে মরা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু, অন্য প্রাণীর শঙিরে আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খয়েছে; তবে খলেও যে প্রাণীকে যবহে করা গেছে সেটা ছাড়া।” [সূরা আল-মায়দা, আয়াত: ৩]

প্রতিটি মুসলমানরে কর্তব্য হল সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা। হালাল উপার্জনরে মাধ্যম অনুবেষণ করা, হারাম মাধ্যম বর্জন



করা। কারণ হারাম উপার্জন দিয়ে পরপুষ্টি দহে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে শরীর হারাম উপার্জনে গঠিত সে শরীর জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়া যুক্তযুক্ত।” [ তাবারানী ও আবু নুআইম হাদীসটি বর্ণনা করছেন এবং আলবানী সহিহ আল-জামে (৪৫১৯) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

স্টোডিআরবের ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে সকল হোটলে শূকরের গাশত, মদ পরবিশেন করা হয় সে হোটলে চাকুরি করা জায়যে কি না? তারা উত্তরে বলছেন, এ সকল হোটলে কাজ করা হারাম। সেখানে কাজ করে যা উপার্জন করা সটোও হারাম। কেননা এটা অবধৈ বা হারাম কাজে সহযোগিতা। হারাম কাজে সহযোগিতা করা আল্লাহ নষিধে করছেন। তিনি বলছেন, “মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।” [সূরা আল-মায়দা, আয়াত: ২]

তাই আমরা আপনাকে উপদশে দিচ্ছি- আপনি এ জাতীয় হোটলে চাকুরি করা পরহিার করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা হারাম ও অবধৈ বলে ঘোষণা করছেন তা করতে কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন না। [ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১৩/৪৯)]

মোটেকথা হল, আমি এই গুদামে কাজ করতে পারলে তবে সেখানে হারাম বস্তুসামগ্রী বহন, সংরক্ষণ, পরবিশেনের কাজ করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই ভাল জানেন।